জন-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ১৯৫৫

(১৯৫৫-র ২২নং আইন)

[১লা নভেম্বর, ১৯৯১ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

[৮ই মে, ১৯৫৫]

"অস্পৃশ্যতা" প্রচার ও আচরণের জন্য, তজ্জনিত কোনও নির্যোগ্যতা বলবৎকরণের জন্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের জন্য দণ্ড বিহিত করণার্থ আইন।

ভারত সাধারণতন্ত্রের ষষ্ঠ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

১। (১) এই আইন জন-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ১৯৫৫ নামে অভিহিত হইবে। সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

(২) ইহা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,— সংজ্ঞার্থ।

(ক) "জন-অধিকার" বলিতে এরূপ কোনও অধিকার বুঝায় যাহা সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ দ্বারা "অস্পৃশ্যতা" বিলোপনের কারণে কোন ব্যক্তির অনুকূলে উদ্ভূত হয় ;

(কক) "হোটেল" বলিতে উহা জলযোগকক্ষ, বোর্ডিং হাউস, বাসাঘর, কফি হাউস ও কাফেকে অন্তর্ভুক্ত করে ;

(খ) "স্থান" বলিতে উহা গৃহ, ভবন এবং অন্যান্য নির্মিতি ও ঘরবাড়িকে অন্তর্ভুক্ত করে ; এবং তাঁবু, যান ও জলযানকেও অন্তর্ভুক্ত করে ;

(গ) "সার্বজনিক প্রমোদন স্থান" এরূপ যেকোন স্থানকে অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে জনসাধারণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় এবং যেখানে প্রমোদনের ব্যবস্থা বা অনুষ্ঠান করা হয় ;

ব্যাখ্যা :—"প্রমোদ" বলিতে উহা যেকোন প্রদর্শনী, অনুষ্ঠান, খেলা, ক্রীড়া ও অন্য যেকোন প্রকার বিনোদনকে অন্তর্ভুক্ত করে ;

(ঘ) "সার্বজনিক উপাসনাস্থান" বলিতে বুঝায় সেই স্থান, তাহা যে নামেই পরিচিত হউক, যাহা কোন সার্বজনিক ধর্মীয় উপাসনার স্থান রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে অথবা যাহা কোন ধর্মীয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের জন্য বা তথায় প্রার্থনা নিবেদনের জন্য যেকোন ধর্মের অনুবর্তী বা যেকোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বা উহার কোন উপশাখার অন্তর্বর্তী ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ উৎসর্জিত হইয়াছে বা ঐরূপ ব্যক্তিগণের দ্বারা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় ; এবং উহা অন্তর্ভুক্ত করে—

(i) ঐরূপ কোনও স্থানের অংশস্বরূপ বা উহার সহিত সংবদ্ধ সকল ভূমি ও গৌণ পবিত্র স্থানকে,

(ii) ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোন উপাসনাস্থানকে, যাহা উহার মালিক বস্তুতঃ, সার্বজনিক উপাসনাস্থানরূপে ব্যবহৃত হইতে দেয়, এবং

(iii) ঐরূপ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উপাসনাস্থানের অংশস্বরূপ এরূপ ভূমি বা গৌণ পবিত্র স্থানকে যাহা উহার মালিক সার্বজনিক ধর্মীয় উপাসনাস্থানরূপে ব্যবহৃত হইতে দেয় ;

(ঘক) "বিহিত" বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা বিহিত বুঝায় ;

(ঘখ) "তফসিলী জাতিসমূহ"-এর সেই অর্থ থাকিবে উহার যে অর্থ সংবিধানের ৩৬৬ অনুচ্ছেদের(২৪) প্রকরণে দেওয়া আছে ;

(ঙ) "দোকান" বলিতে বুঝায় এরূপ কোনও ঘরবাড়ি যেখানে মালপত্র হয় পাইকারী না হয় খুচরা, অথবা পাইকারী ও খুচরা উভয় প্রকারেই বিক্রয় করা হয় এবং উহা অন্তর্ভুক্ত করে—

(i) এরূপ যেকোন স্থানকে যেখানে কোন ফেরিওয়ালা বা বিক্রয়কারী কর্তৃক অথবা ভ্রাম্যমাণ কোন গাড়ি বা শকট হইতে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করা হয় ;

(ii) লন্ড্রি ও চুলছাঁটাই সেলুনকে,

(iii) অন্য যেকোন স্থানকে যেখানে খরিদ্দারের সেবা করা হয় ।

৩। যে কেহ "অস্পৃশ্যতা" হেতু কোনও ব্যক্তিকে— ধর্মীয় নির্যোগ্যতা বলবৎ করার জন্য দণ্ড।

(ক) ঐ ব্যক্তিরূপে, একই ধর্মের বা উহার কোন উপশাখার অনুবর্তী অন্য ব্যক্তিগণের জন্য উন্মুক্ত যে সার্বজনিক উপাসনাস্থান সেখানে প্রবেশ করিতে ; অথবা

(খ) ঐ ব্যক্তিরূপে, একই ধর্মের বা উহার কোন উপশাখার অনুবর্তী অন্য ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে যেরূপ অনুমত, সেই একই প্রণালীতে ও সেই একই মাত্রায় কোন সার্বজনিক উপাসনাস্থানে উপাসনা করিতে বা প্রার্থনা নিবেদন করিতে বা কোন ধর্মীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে অথবা কোন পবিত্র পুষ্করিণীতে, কূপে, প্রস্রবণে, জলপ্রবাহে, নদীতে বা হ্রদে স্নান করিতে বা উহার জল ব্যবহার করিতে অথবা ঐরূপ পুষ্করিণীর, জলপ্রবাহের, নদীর বা হ্রদের কোন ঘাটে স্নান করিতে নিবারিত করে,

সে অন্যূন এক মাস ও অনধিক ছয় মাস মেয়াদের কারাবাসে এবং একশত টাকার কম ও পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না এরূপ জরিমানাতেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারা ও ৪ ধারার প্রয়োজনার্থে, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মের অনুবর্তী ব্যক্তিগণ অথবা হিন্দুধর্মের যে কোন রূপ বা বিকাশের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের অনুবর্তী, বীরশৈব, লিঙ্গায়ত, আদিবাসী এবং ব্রাহ্ম, প্রার্থনা বা আর্যসমাজের ও স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের অনুগামী সমেত, ব্যক্তিগণ হিন্দু বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। যে কেহ "অস্পৃশ্যতা" হেতু কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে— সামাজিক নির্যোগ্যতা বলবৎ করার জন্য দণ্ড।

(i) কোন দোকানে, সার্বজনিক ভোজনাগারে, হোটেলে বা সার্বজনিক প্রমোদন স্থানে প্রবেশ করা ; বা

(ii) কোন সার্বজনিক ভোজনাগারে, হোটেলে, ধর্মশালায়, সরাইয়ে বা মুসাফিরখানায়, জনসাধারণের বা উহার কোন অনুবিভাগের ব্যবহারের জন্য রক্ষিত তৈজসপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহার করা ; বা

(iii) কোন বৃত্তি অবলম্বন করা অথবা কোন উপজীবিকা, ব্যবসায় বা কারবার চালাইয়া যাওয়া অথবা কোন কর্মে নিয়োজিত থাকা ; বা

(iv) জনসাধারণের অপর সকলের বা উহার কোন অনুবিভাগের

যাহা ব্যবহার করিবার বা যাহাতে অভিগমন করিবার অধিকার আছে এরূপ নদী, স্রোতস্বিনী, প্রস্রবণ, কূপ, পুষ্করিণী, চৌবাচ্চা, জলের কল বা অন্য জল-ভরণের স্থান অথবা কোন স্নানের ঘাট, গোরস্থান বা শ্মশানভুমি, কোন শৌচসুবিধা, কোন সড়ক বা পথ বা অন্য কোন সার্বজনিক সমাগমস্থান ব্যবহার করা বা তাহাতে অভি-গমন করা ; বা

(v) রাজ্যনিধি হইতে সমগ্রতঃ বা অংশতঃ পরিপোষিত কোন দাতব্য বা সার্বজনিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অথবা জন-সাধারণের বা উহার কোন অনুবিভাগের ব্যবহারের জন্য উৎসর্জিত, কোন স্থান ব্যবহার করা বা তাহাতে অভিগমন করা ; বা

(vi) জনসাধারণের বা উহার কোন অনুবিভাগের হিতার্থে সৃষ্ট কোন দাতব্য ট্রাস্ট অনুসারী কোন হিত ভোগ করা, বা

(vii) কোন সার্বজনিক যান ব্যবহার করা বা উহাতে অভিগমন করা, বা

(viii) যেরূপেই হউক যে কোন এলাকায় বসবাসের ঘরবাড়ি নির্মাণ, অর্জন বা দখল করা, বা

(ix) জনসাধারণের বা উহার কোন অনুবিভাগের জন্য উন্মুক্ত কোন ধর্মশালা, সরাই বা মুসাফিরখানা ব্যবহার করা, বা

(x) কোন সামাজিক বা ধর্মীয় রীতি, প্রথা বা ক্রিয়াকর্ম পালন করা অথবা কোন ধর্মীয়, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করা বা ঐরূপ কোন শোভাযাত্রা বাহির করা, বা

(xi) অলঙ্কার বা জাঁকজমকপূর্ণ বেশভূষা ব্যবহার করা সম্পর্কে কোন নির্যোগ্যতা বলবৎ করে, সে অন্যূন এক মাস ও অনধিক ছয় মাস মেয়াদের কারাবাসে এবং একশত টাকার কম ও পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না এরূপ জরিমানাতেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে, "কোন নির্যোগ্যতা বলবৎকরণ" বলিতে উহা "অস্পৃশ্যতা" হেতু যেকোন বিভেদকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৫। যেকেহ "অস্পৃশ্যতা" হেতু— হাসপাতাল ইত্যাদিতে ব্যক্তিগণকে ভর্তি করিতে অস্বীকৃত হওয়ার জন্য দণ্ড।

(ক) কোন ব্যক্তিকে কোন হাসপাতালে, ঔষধালয়ে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বা কোন ছাত্রাবাসে ভর্তি করিতে অস্বীকার করে, যদি ঐ হাসপাতাল, ঔষধালয়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা ছাত্রাবাস জনসাধারণের বা উহার কোন অনুবিভাগের হিতার্থে স্থাপিত বা পরিপোষিত হয় ; অথবা

(খ) এরূপ কোন কার্য করে যাহাতে পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনটিতে ভর্তি করিবার পর ঐরূপ কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে বিভেদ করা হয় ;

সে অন্যূন একমাস ও অনধিক ছয়মাস মেয়াদের কারাবাসে এবং একশত টাকার কম ও পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না এরূপ জরিমানাতেও দণ্ডনীয় হইবে।

৬। যে কেহ "অস্পৃশ্যতা" হেতু কোন ব্যক্তিকে, সাধারণ কার্যপরম্পরায় যে সময়ে ও স্থানে এবং যে-শর্তে ও কড়ারে অন্য ব্যক্তিগণকে কোন দ্রব্য বিক্রয় করা হয় বা কোন সেবা দান করা হয়, সেই একই সময়ে ও স্থানে এবং সেই একই শর্তে ও কড়ারে ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিতে বা ঐ সেবা দান করিতে অস্বীকৃত হয়, সে অন্যূন এক মাস ও অনধিক ছয় মাস মেয়াদের কারাবাসে এবং একশত টাকার কম ও পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না এরূপ জরিমানাতেও দণ্ডনীয় হইবে। দ্রব্য বিক্রয় করিতে বা সেবা দান করিতে অস্বীকৃত হওয়ার জন্য দণ্ড।

৭। (১) যে কেহ— "অস্পৃশ্যতা"-জনিত অন্যান্য অপরাধের জন্য দণ্ড।

(ক) কোন ব্যক্তিকে সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'অস্পৃশ্যতা' বিলোপনের কারণে তাহার অনুকূলে উদ্ভূত কোন অধিকার প্রয়োগ করিতে নিবারিত করে ; অথবা

(খ) ঐরূপ কোন অধিকারের প্রয়োগে কোন ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে, উত্যক্ত করে, বাধাদান করে বা বাধাদান করায় বা করাইবার প্রচেষ্টা করে অথবা কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ কোন অধিকার সে প্রয়োগ করিয়াছে এই কারণে, উৎপীড়ন করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে, উত্যক্ত করে বা সংস্রবচ্যুত করে ; অথবা

(গ) কথিত বা লিখিত শব্দের দ্বারা অথবা সংকেত বা দৃশ্য প্রতিরূপণ দ্বারা অথবা অন্য কোনভাবে কোন ব্যক্তিকে বা

ব্যক্তিবর্গকে বা সাধারণভাবে জনগণকে যে কোন প্রকারের অস্পৃশ্যতা, তাহা যেরূপেরই হউক, আচরণ করিতে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করে ; অথবা

(ঘ) কোন তফসিলী জাতির কোন সদস্যকে "অস্পৃশ্যতা" হেতু অপমান করে বা অপমান করিবার প্রচেষ্টা করে ;

সে অন্যূন এক মাস ও অনধিক ছয়মাস মেয়াদের কারাবাসে এবং একশত টাকার কম ও পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না, এরূপ জরিমানাতেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ১।—কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে সংস্রবচ্যুত করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যে—

(ক) ঐ অন্য ব্যক্তিকে কোন গৃহ বা ভূমি ভাড়া দিতে অস্বীকৃত হয় অথবা ঐ অন্য ব্যক্তিকে উহা ব্যবহার বা দখল করিবার অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হয় অথবা ঐ অন্য ব্যক্তির সহিত লেনদেন করিতে, তাহার জন্য ভাড়ায় কাজ করিতে বা তাহার সহিত কারবার করিতে বা কোন রীতিধর্মী সেবা তাহাকে দান করিতে বা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয় অথবা উক্ত কার্যগুলি সাধারণ কার্যপরম্পরায় সচরাচর যে সকল শর্তে করা হয় সে সকল শর্তে উহাদের কোনটি করিতে অস্বীকৃত হয় ; অথবা

(খ) ঐরূপ অন্য ব্যক্তির সহিত সাধারণতঃ যেরূপ সামাজিক, বৃত্তিগত বা ব্যবসায়িক সম্বন্ধ রাখিত তাহা হইতে বিরত হয়।

ব্যাখ্যা ২।—(গ) প্রকরণের প্রয়োজনার্থে, কোন ব্যক্তি "অস্পৃশ্যতা" আচরণ করিতে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করে বলিয়া গণ্য হইবে—

(i) যদি সে, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, "অস্পৃশ্যতা" বা উহার কোনওরূপ আচরণ প্রচার করে ; অথবা

(ii) যদি সে কোনওরূপ "অস্পৃশ্যতা"র আচরণ, ঐতিহাসিক, দার্শনিক বা ধর্মীয় হেতুতেই হউক বা জাতি ব্যবস্থাগত কোনও ঐতিহ্যের হেতুতে বা অন্য কোনও হেতুতেই হউক ন্যায্য বলিয়া সমর্থন করে।

(১ক) যেকেহ কোন ব্যক্তির দেহ বা সম্পত্তির বিরুদ্ধে, সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'অস্পৃশ্যতা' বিলোপনের কারণে

তাহার অনুকূলে উদ্ভূত কোনও অধিকার সে প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া, প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসাবশতঃ কোন অপরাধ সংঘটিত করে, সে, যেক্ষেত্রে অপরাধটি দুই বৎসরের অধিক মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় সেক্ষেত্রে, দুই বৎসরের কম হইবে না এরূপ মেয়াদের কারাবাসে এবং জরিমানাতেও দণ্ডনীয় হইবে।

(২) যে কেহ—

(i) তাহার সম্প্রদায়ের বা উহার কোন অনুবিভাগের অন্তর্গত কোন ব্যক্তিকে যে অধিকার বা বিশেষাধিকার ঐ ব্যক্তি ঐরূপ সম্প্রদায়ের বা অনুবিভাগের সদস্যরূপে পাইবার অধিকারী, তাহা হইতে বঞ্চিত করে ; অথবা

(ii) ঐরূপ ব্যক্তি "অস্পৃশ্যতা" আচরণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে বা এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহের অগ্রনয়নে কোন কার্য করিয়াছে এই হেতুতে ঐরূপ ব্যক্তিকে সমাজচ্যুতকরণে কোন অংশ গ্রহণ করে ;

সে অন্যূন এক মাস ও অনধিক ছয় মাস মেয়াদের কারাবাসে এবং একশত টাকার কম ও পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না এরূপ জরিমানাতেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিধিবিরুদ্ধ বাধ্যতামূলক শ্রম কখন "অস্পৃশ্যতা"র আচরণরূপে গণ্য হইবে।

৭ক। (১) যে কেহ "অস্পৃশ্যতা"র হেতুতে, কোন ব্যক্তিকে কোন আবর্জনা দূর করিতে বা ময়লা নিষ্কাশন করিতে বা কোন মৃতদেহ অপসারিত করিতে বা কোন প্রাণীর ছাল ছাড়াইতে বা নাভিসংলগ্ন নাড়ী অপসারিত করিতে বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোন কার্য করিতে বাধ্য করে, সে "অস্পৃশ্যতা" জনিত কোন নির্যোগ্যতা বলবৎ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যে কেহ (১) উপধারা অনুযায়ী 'অস্পৃশ্যতা'জনিত কোন নির্যোগ্যতা বলবৎ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, সে তিন মাসের কম ও ছয় মাসের বেশী হইবে না, এরূপ মেয়াদের কারাবাসে এবং একশত টাকার কম ও পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না এরূপ জরিমানাতেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে, "বাধ্যকরণ" সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে সংশ্রবচ্যুত করিবার কোন ভীতিপ্রদর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

কোন কোন ক্ষেত্রে লাইসেন্স বাতিল করা বা নিলম্বিত রাখা।

৮। যখন ৬ ধারার অধীন কোন অপরাধে দোষসিদ্ধ হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তি যে বৃত্তি, ব্যবসা, পেশা বা নিয়োজন সম্বন্ধে ঐ অপরাধ সংঘটিত তাহার সম্পর্কে তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী কোনও লাইসেন্স ধারণ করে, তখন ঐ অপরাধের বিচার-কারী আদালত, ঐ ধারা অনুযায়ী ঐরূপ ব্যক্তি অন্য যে দণ্ডের দায়িত্বাধীন থাকিতে পারে সেরূপ কোনও দণ্ডের ক্ষুণ্ণতা ব্যতিরেকে, নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, ঐ লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে বা, আদালত যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করেন সেরূপ সময়সীমার জন্য, নিলম্বিত থাকিবে, এবং যে আদেশ দ্বারা আদালত কোন লাইসেন্স এভাবে বাতিল করেন বা নিলম্বিত রাখেন সেরূপ প্রত্যেক আদেশ এইভাবে কার্যকর হইবে যেন উহা ঐরূপ কোন বিধি অনুযায়ী ঐ লাইসেন্স বাতিল করিবার বা নিলম্বিত রাখিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাধিকারী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায়, 'লাইসেন্স' অনুমতিপত্র বা অনুমতিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের পুনরারম্ভ বা নিলম্বন।

৯। যেক্ষেত্রে সরকারের নিকট হইতে ভূমি বা অর্থ অনুদান গ্রহণকারী কোন সার্বজনিক উপাসনাস্থানের অথবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা ছাত্রাবাসের পরিচালক বা ট্রাস্টী এই আইনের অধীন কোন অপরাধে দোষসিদ্ধ হয় এবং ঐরূপ দোষসিদ্ধি কোন আপীলে বা পুনরীক্ষণে প্রতিবর্তিত বা রহিত করা না হয়, সেক্ষেত্রে সরকার, যদি তদীয় অভিমতে ক্ষেত্রগত অবস্থাসমূহ এরূপ অধ্যাভূত করে, তাহা হইলে, ঐরূপ অনুদানের সমগ্র বা কোনও অংশ নিলম্বিত বা পুনরারম্ভ করার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

অপরাধে অপসহায়তা।

১০। যে কেহ এই আইনের অধীন কোন অপরাধে অপসহায়তা করে সে ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা।—কোন লোক কৃত্যকারী যে এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধের তদন্তে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে সে এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অপসহায়তা করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাজ্য সরকারের যৌথ জরিমানা আরোপণের ক্ষমতা।

১০ক। (১) যদি, বিহিত প্রণালীতে অনুসন্ধানের পর, রাজ্য সরকারের প্রতীতি হয় যে কোন অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে বা উহার সংঘটনে অপসহায়তা করিতেছে অথবা ঐরূপ অপরাধ সংঘটনের

সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে আশ্রয় দিতেছে অথবা অপরাধী বা অপরাধিগণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বা সংরোধ করিতে তাহাদের ক্ষমতাধীন সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদানে ব্যর্থ হইতেছে বা ঐরূপ অপরাধ সংঘটনের সারবান সাক্ষ্য গোপন করিতেছে, তাহা হইলে, রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐরূপ অধিবাসিবৃন্দের উপর যৌথ জরিমানা আরোপ করিতে এবং ঐরূপ জরিমানা যে অধিবাসিবৃন্দ উহা যৌথভাবে প্রদান করিবার জন্য দায়িত্বাধীন থাকে তাহাদের মধ্যে অংশ বিভাজন করিয়া দিতে পারিবেন এবং সেই অংশ বিভাজন, ঐরূপ অধিবাসিবৃন্দের যাহার যেমন আর্থিক সংস্থান তৎসম্পর্কে রাজ্য সরকার যেরূপ বিচারবিবেচনা করিবেন, তদনুসারে কৃত হইবে এবং ঐরূপ অংশ বিভাজন করিবার কালে রাজ্য সরকার ঐরূপ জরিমানার কোন অংশ কোন অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের জন্য তৎকর্তৃক প্রদেয় রূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন :

তবে, কোন অধিবাসীর জন্য অংশ বিভাজিত জরিমানা তৎকর্তৃক (৩) উপধারা অনুযায়ী কোন দরখাস্ত দাখিল করা থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আদায় করা যাইবে না।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত প্রজ্ঞাপণ ঐ অঞ্চলে, যৌথ জরিমানার আরোপণ উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের দৃষ্টিগোচর করিবার জন্য, ঢোল শোহরত দ্বারা বা রাজ্য সরকার অবস্থানুযায়ী যেরূপ সর্বোত্তম মনে করেন সেরূপ অন্য কোন প্রণালীতে উদ্‌ঘোষিত হইবে।

(৩) (ক) (১) উপধারা অনুযায়ী যৌথ জরিমানার আরোপণে অথবা ঐ অংশ বিভাজনের আদেশে ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, বিহিত সময়সীমার মধ্যে, রাজ্য সরকার বা ঐ সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ অন্য প্রাধিকারীর সমক্ষে ঐরূপ জরিমানা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বা ঐ অংশ বিভাজনের আদেশ সংপরিবর্তনের জন্য একটি দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবে :

তবে, ঐরূপ দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য কোনও ফী প্রভারিত হইবে না।

(খ) রাজ্য সরকার বা তৎকর্তৃক বিনির্দিষ্ট প্রাধিকারী, দরখাস্তকারীকে বক্তব্য শুনাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবার পর, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ আদেশ প্রদান করিবেন ;

তবে, জরিমানার যে অর্থ পরিমাণ এই ধারা অনুযায়ী অব্যাহতি-

প্রদত্ত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তাহা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে না, এবং কোন অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের উপর (১) উপধারা অনুযায়ী আরোপিত সর্বমোট জরিমানা ঐ পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) (৩) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাজ্য সরকার যাহারা এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধের শিকার তাহাদিগকে অথবা যে ব্যক্তি, রাজ্য সরকারের অভিমতে, (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট ব্যক্তিগণের পর্যায়ে পড়ে না তাহাকে (১) উপধারা অনুযায়ী আরোপিত যৌথ জরিমানা বা উহার কোন অংশ প্রদানের দায়িতা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

(৫) যৌথ জরিমানার যে অংশ কোন ব্যক্তি (কোন হিন্দু অবিভক্ত পরিবার যাহার অন্তর্ভুক্ত) কর্তৃক প্রদেয় তাহা, কোন আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদায়ের জন্য ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এর ২ দ্বারা ব্যবস্থিত প্রণালীতে, এইভাবে আদায় করা যাইবে যেন ঐরূপ অংশ কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আরোপিত জরিমানা ছিল।

পরবর্তী দোষসিদ্ধির উপর বর্ধিত দণ্ড।

১১। যে কেহ এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য অথবা ঐরূপ অপরাধে অপসহায়তার জন্য ইতঃপূর্বে দোষসিদ্ধ হইবার পর পুনরায় ঐরূপ অপরাধ বা অপসহায়তার জন্য দোষসিদ্ধ হয়, সে দোষসিদ্ধ হইবার পর,— ১৯৭৪-এর ২।

(ক) দ্বিতীয় অপরাধের জন্য অন্যূন ছয় মাস ও অনধিক এক বৎসর মেয়াদের কারাবাসে এবং দুইশত টাকার কম ও পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না এরূপ জরিমানাতেও,

(খ) তৃতীয় অপরাধের জন্য বা তৃতীয় অপরাধের পরবর্তী কোন অপরাধের জন্য, অন্যূন এক বৎসর ও অনধিক দুই বৎসর মেয়াদের কারাবাসে এবং পাঁচশত টাকার কম ও এক হাজার টাকার বেশী হইবে না এরূপ জরিমানাতেও—দণ্ডনীয় হইবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রাগ্‌ধারণা।

১২। যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ গঠনকারী কোনও কার্য কোন তফসিলী জাতির সদস্য সম্বন্ধে সংঘটিত হয়, সেক্ষেত্রে আদালত, এতদ্‌বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, প্রাগ্‌ধারণা করিবেন যে ঐ কার্য "অস্পৃশ্যতা" হেতু সংঘটিত হইয়াছিল।

দেওয়ানী আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের পরিসীমা।

১৩। (১) কোনও দেওয়ানী আদালত কোন মোকদ্দমা বা কার্যবাহ গ্রহণ করিবেন না বা চালাইয়া যাইবেন না অথবা কোন ডিক্রি বা আদেশ প্রদান করিবেন না অথবা কোন ডিক্রি বা আদেশ সমগ্রতঃ বা অংশত জারি করিবেন না, যদি ঐরূপ কোন মোকদ্দমা বা কার্যবাহের সহিত জড়িত দাবি অথবা যদি ঐরূপ ডিক্রি বা আদেশ প্রদান অথবা যদি ঐরূপ জারিকরণ কোনও প্রকারে এই আইনের বিধানাবলীর বিপরীত হয়।

(২) কোনও আদালত, কোন বিষয় ন্যায়-নির্ণীতকরণে অথবা কোন ডিক্রী বা আদেশ জারিকরণে, কোন ব্যক্তির উপর "অস্পৃশ্যতা" হেতু কোন নির্যোগ্যতা আরোপক কোনও রীতি বা প্রথাকে স্বীকৃতি দান করিবেন না।

কোম্পানিকৃত অপরাধ।

১৪। (১) যদি এই আইনের অধীন কোনও অপরাধের সংঘটনকারী ব্যক্তি কোন কোম্পানি হয়, তাহা হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে ঐ অপরাধটি যে সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল সেই সময়ে কোম্পানির কার্য চালনার জন্য কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত ও উহার নিকট দায়ী ছিল সে ঐ অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে তদ্বিরুদ্ধে কার্যবাহ চালিত হইবার এবং দণ্ডিত হইবার দায়িত্বাধীন হইবে:

তবে, এই উপধারার অন্তর্ভূত কোন কিছুই ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে কোন দণ্ডের দায়িত্বাধীন করিবে না, যদি সে প্রমাণ করে যে ঐ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল অথবা ঐ অপরাধের সংঘটন নিবারিত করিতে সে সকল যথাযথ অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়াছিল।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোম্পানীর কোন অধিকর্তা বা পরিচালক, সচিব বা অন্য আধিকারিকের সম্মতিক্রমে সংঘটিত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ঐরূপ অধিকর্তা পরিচালক, সচিব বা অন্য আধিকারিকও ঐ অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে তদ্বিরুদ্ধে কার্যবাহ চালিত হইবার এবং দণ্ডিত হইবার দায়িত্বাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে,—

(ক) "কোম্পানি" বলিতে কোন নিগমবদ্ধ সংস্থা বুঝায় এবং উহা ফার্ম বা অন্য ব্যক্তি—পরিমেলকে অন্তর্ভুক্ত করে; এবং

(খ) "অধিকর্তা" বলিতে কোন ফার্ম সম্পর্কে ঐ ফার্ম-এর কোন অংশীদার বুঝায়।

সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থার সংরক্ষণ।

১৪ ক। (১) এই আইন অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে যাহা কিছু কৃত হয় বা কৃত হইবে বলিয়া অভিপ্রেত হয় তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনও মোকদ্দমা, অভিযুক্তি বা অন্যবিধ বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

(২) এই আইন অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে যাহা কিছু কৃত হয় বা কৃত হইবে বলিয়া অভিপ্রেত হয়, তদ্দারা ঘটিত বা ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য কোন লোকসানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্যবিধ বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

অপরাধসমূহ প্রগ্রাহ্যও সরাসরিভাবে বিচার্য হইবে।

১৫। (১) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় প্রত্যেক অপরাধ প্রগ্রাহ্য হইবে এবং ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধ, যেক্ষেত্রে উহা ন্যূনতম তিন মাসের অধিক মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় সেক্ষেত্রে ব্যতীত, একজন প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বা কোন মেট্রোপলিটন অঞ্চলে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক উক্ত সংহিতায় বিনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসারে সরাসরিভাবে বিচারিত হইতে পারিবে।

(২) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও যখন কোন লোক কৃত্যকারী তাহার অফিস সংক্রান্ত কর্তব্য নির্বাহে কার্য করিবার বা করিতে তাৎপর্যিত করিবার কালে এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অপসহায়তার অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে বলিয়া অভিকথিত হয়, তখন কোনও আদালত— ১৯৭৪-এর ২।

(ক) সংঘের কার্যবিষয় সূত্রে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার, এবং

(খ) কোন রাজ্যের কার্যবিষয় সূত্রে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পূর্ব-মঞ্জুরিসহ ব্যতীত ঐরূপ অপসহায়তার অপরাধ প্রগ্রহণ করিবেন না।

১৫ ক। (১) কেন্দ্রীয় সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন তৎসাপেক্ষে, রাজ্য সরকার "অস্পৃশ্যতা" বিলোপন-জনিত অধিকারসমূহ যাহাতে "অস্পৃশ্যতা"জনিত কোন নির্যোগ্যতার অধীন ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিসাধ্য করা হয় এবং তৎকর্তৃক উহার সুযোগ গৃহীত হয় তাহা সুনিশ্চিত করিবার জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিবেন। "অস্পৃশ্যতা" বিলোপন হইতে উদ্ভূত অধিকারসমূহের সুযোগ যাহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক গৃহীত হইতে পারে তাহা সুনিশ্চিত করা রাজ্য সরকারের কর্তব্য।

(২) বিশেষতঃ, এবং (১) উপধারার বিধানসমূহের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ ব্যবস্থাসমূহ—

(i) "অস্পৃশ্যতা"জনিত কোন নির্যোগ্যতার অধীন ব্যক্তিগণকে ঐরূপ অধিকারসমূহের সুযোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ করিবার জন্য তাহাদের অনুকূলে বৈধিক সহায়তা সমেত পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা,

(ii) এই আইনের বিধানাবলী উল্লঙ্ঘনের দরুন অভিযুক্তির উপর অবেক্ষণ প্রবর্তন বা প্রয়োগ করিবার জন্য আধিকারিকসমূহের নিয়োগ,

(iii) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের বিচারের জন্য বিশেষ আদালতসমূহ স্থাপন,

(iv) ঐরূপ ব্যবস্থাসমূহ সূত্রবদ্ধ করিতে বা কার্যকর করিতে রাজ্য সরকারকে সহায়তা করিবার জন্য রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ যথাযথ স্তরে কমিটি স্থাপন,

(v) এই আইনের বিধানাবলীকে উন্নততরভাবে কার্যকর করণার্থ ব্যবস্থাসমূহ প্রস্তাবিত করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনের বিধানাবলীর ক্রিয়াশীলতার কোন পর্যাবৃত্তকালিক সমীক্ষার জন্য ব্যবস্থা,

(vi) যে সকল অঞ্চলে ব্যক্তিগণ "অস্পৃশ্যতা"জনিত কোন নির্যোগ্যতার অধীন যে সকল অঞ্চল সনাক্তকরণ এবং ঐ সকল অঞ্চল হইতে ঐরূপ নির্যোগ্যতার অপসারণ সুনিশ্চিত করিতে এরূপ ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারসমূহ কর্তৃক (১) উপধারা অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থাসমূহে সমন্বয় সাধন করিবার জন্য, যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ প্রতিব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার, প্রত্যেক বৎসর, সংসদের প্রত্যেক সদনের

টেবিলে এই ধারার বিধানাবলী অনুসরণক্রমে তৎকর্তৃক এবং রাজ্য-সরকারসমূহ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন স্থাপন করিবেন।

এই আইন অন্যান্য বিধির অভিভাবী হইবে।

১৬। এই আইনে অন্যথা যেরূপ ব্যক্তভাবে ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতিরেকে এই আইনের বিধানাবলী, তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে অথবা কোন রীতিতে বা প্রথায় অথবা ঐরূপ কোন বিধি-বলে কার্যকর কোন সাধনপত্রে অথবা কোন আদালতের বা অন্য প্রাধিকারীর ডিক্রীতে বা আদেশে ঐ বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কার্যকর হইবে।

অপরাধী পরিবীক্ষা আইন, ১৯৫৮ চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়সের ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

১৬ক। অপরাধী পরিবীক্ষা আইন, ১৯৫৮-র বিধানাবলী চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়সের যে ব্যক্তি এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে বলিয়া দোষী প্রতিপন্ন হয়, সেরূপ কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না। ১৯৫৮-র ২০।

নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

১৬খ। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে, মোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্গত হইতে পারে, এবং যদি, পূর্বোক্ত সত্রের বা আনুক্রমিক সত্রসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে, উভয় সদন ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন অথবা উভয় সদন একমত হন যে ঐ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে, তাহা হইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা, স্থলবিশেষে, আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এরূপভাবে যে ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

নিরসন।

১৭। তফসিলে বিনির্দিষ্ট অধিনিয়মসমূহ যতদূর পর্যন্ত ঐগুলি বা তদন্তর্ভূত বিধানাবলীর কোনটি এই আইনের বা তদন্তর্ভূত বিধানাবলীর কোনটির অনুরূপ বা বিরুদ্ধার্থক হয় ততদূর পর্যন্ত, এতদ্দ্বারা নিরসিত হইল।

তফসিল

(১৭ ধারা দ্রষ্টব্য)

১। দি বিহার হরিজন (রিমুভাল অফ সিভিল ডিসাবিলিটিস্) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৪৯-এর বিহার ১৯ আইন)

২। দি বম্বে হরিজন (রিমুভাল অফ সোস্যাল ডিসাবিলিটিস্) অ্যাক্ট, ১৯৪৬ (১৯৪৭-এর বোম্বাই ১০ আইন)

৩। দি বম্বে হরিজন টেম্পল্ এনট্রি অ্যাক্ট, ১৯৪৭ (১৯৪৭-এর বোম্বাই ৩৫ আইন)

৪। দি সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস অ্যাণ্ড বেরার সিডিউলড্ কাস্টস্ (রিমুভাল অফ সিভিল ডিসাবিলিটিস্) অ্যাক্ট, ১৯৪৭ (১৯৪৭ এর সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস ও বেরার ২৪ আইন)

৫। দি সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস্ অ্যাণ্ড বেরার টেম্পল্ এনট্রি অথরিজেসন অ্যাক্ট, ১৯৪৭ (১৯৪৭-এর সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস্ ও বেরার ৪১ আইন)

৬। দি ইষ্ট পাঞ্জাব (রিমুভাল অফ রিলিজিয়াস অ্যাণ্ড সোস্যাল ডিসাবিলিটিস্) অ্যাক্ট, ১৯৪৮ (১৯৪৮-এর পূর্ব পাঞ্জাব ১৬ আইন)

৭। দি মাদ্রাজ রিমুভাল অফ সিভিল ডিসাবিলিটিস্ অ্যাক্ট, ১৯৩৮ (১৯৩৮-এর মাদ্রাজ ২১ আইন)

৮। দি ওড়িশা রিমুভাল অফ সিভিল ডিসাবিলিটিস্ অ্যাক্ট, ১৯৪৬ (১৯৪৬-এর ওড়িশা ১১ আইন)

৯। দি ওড়িশা টেম্পল্ এনট্রি অথরিজেসন অ্যাক্ট, ১৯৪৮ (১৯৪৮-এর ওড়িশা ১১ আইন)

১০। দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস রিমুভাল অফ সোস্যাল ডিসাবিলিটিস্ অ্যাক্ট, ১৯৪৭ (১৯৪৭-এর ইউ. পি. ১৪ আইন)

১১। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল হিন্দু সোস্যাল ডিসাবিলিটিস্ রিমুভাল অ্যাক্ট, ১৯৪৮ (১৯৪৮-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৭ আইন)

১২। দি হায়দারাবাদ হরিজন টেম্পল্ এনট্রি রেগুলেশান, ১৩৫৮ এফ (১৩৫৮ ফসলির ৫৫ নং)

১৩। দি হায়দারাবাদ হরিজন (রিমুভাল অফ সোস্যাল ডিসাবিলিটিস্) রেগুলেশান, ১৩৫৮ এফ (১৩৫৮ ফসলির ৫৬ নং)

১৪। দি মধ্যভারত হরিজন অযোগ্যতা নিবারণ বিধান, সম্বত ২০০৫ (১৯৪৯-এর মধ্যভারত ১৫ নং আইন)

১৫। দি রিমুভাল অফ সিভিল ডিসাবিলিটিস্ অ্যাক্ট, ১৯৪৩ (১৯৪৩-এর মহীশূর ৬২ আইন)

১৬। দি মাইশোর টেম্পল এন্ট্রি অথরিজেসন অ্যাক্ট, ১৯৪৮ (১৯৪৮-এর মহীশূর ১৪ আইন)

১৭। দি সৌরাষ্ট্র হরিজন (রিমুভাল অফ সোস্যাল ডিসাবিলিটিস্) অর্ডিনান্স্ (১৯৪৮-এর ৪০ নং)

১৮। দি ট্রাভাঙ্কোর-কোচিন রিমুভাল অফ সোস্যাল ডিসাবিলিটিস্ অ্যাক্ট, ১১২৫ কে (১১২৫-এর ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ৮ আইন)

১৯। দি ট্রাভাঙ্কোর-কোচিন টেম্পল এন্ট্রি (রিমুভাল অফ ডিসাবিলিটিস্) অ্যাক্ট, ১৯৫০ (১৯৫০-এর ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ২৭ আইন)

২০। দি কুর্গ সিডিউলড্ কাস্টস্ (রিমুভাল অফ সিভিল অ্যাণ্ড সোস্যাল ডিসাবিলিটিস্) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৪৯-এর কুর্গ ১ আইন)

২১। দি কুর্গ টেম্পল এন্ট্রি অথরিজেসন অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৪৯-এর কুর্গ ২ আইন)